দশ

প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

বাইরে একটু একটু ঝোড়ো বাতাস বইছে। চৈত্র স ্যার বাতাস একটু আগে আগুনের হল্কা ছড়াচ্ছিল, এখন একটু ঠান্ডা হয়েছে। আমাদের তাঁবুর পশ্চিমদিকের ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল হাওয়ার দাপটে সজোরে মাথা নাড়াচ্ছে। অল্পক্ষণ হল স্নান সেরে তাঁবুর বাইরের চেয়ারে বসেছি। এ সময় বুধন আসে। বুধন পশের গ্রাম মোরাং এর সবচেয়ে প্রচীন লোক। বয়স কত ও জানেনা। আমি জিওলোজিস্ট, পাথরে বয়স বের করি। বুধনের বয়স জানতে পারবনা? পাথর কথা না বলেই অনেক কিছু বলে। বুধন তো কথা বলে। তার ওপর প্রখর স্মৃতি শক্তি। শুধু স্মৃতিশক্তি নয় আরও অন্য কোনও এক শক্তি ওর মধ্যে আছে। ওর কথার মধ্যে। এমন সব কথা ও মাঝে মাঝে বলে মনে হয় ও যেন বুধন নয়। ও যেন পাশের লাটাবুরু পাহাড়টা, যেন অতীত প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগ থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন বুধনকে বললাম, 'বুধন তোমার নাতির বয়স কত হল ? কবে ঝাড়সুগুদা থেকে আসবে?'

বুধন বলে, 'তা প্রায় দশ বছর হল। আমার বয়স যখন ওই রকম তখন এই রোরো গাড়া পেরায়েঁ---'

আমি বললাম,' থাক থাক বুধন, তোমার দশ বছর বয়সটা বড় সাংঘাতিক। তুমি দশ বছর বয়সে শিকার পরবে বুনো শুয়োর মেরেছিলে। তুমি দশ বছর বয়েসে চম্পা মাহাতোর হাত ধরে রাঁচি গিয়েছিলে বিরসা মুন্ডাকে দেখতে, তুমি দশ বছর বয়সে পায়ে হেঁটে টাটা গিয়েছিলে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে।'

আসলে বুধন একটা সংখ্যাই জনে,'দশ'। ওর তাই সব কিছুই দশের ঘরে। তবু আমার হিসাবে বুধনের বয়স প্রায় একশো বছর। ওর ছোট নাতির বয়স চল্লিশের কম নয়। আর সেই যেবার সুবর্ণরেখায় বড় বান এসেছিল সেবার বুধন বিয়ে করে। সেটা ১৯২২ সাল। গা ীজীর অসহোযোগ আন্দোলনের ঢেউ এই মানভূমের সীমানাও সেসময় আছড়ে পড়েছিল। বুধনের মনে আছে সে সময়ের কথা। কারণ, বুধন বলে,' তখন তো আমার বয়সটা দশ বছর।'

আসলে দশ বছরটা কোনও বয়স নয়। বুধন মনে করে দশ বছর হলেই মানুষ সাবালক হয়। তাই বুধন সাবালক হয়েই দশ বছরে আটকে আছে।

রোজ আমার তাঁবুর সামনে বুধন এসে বসে। চাঁদটা দেখে বুধন সময় ঠিক করে। এক সময় বলে,'দশট' বাজল।' তারপর লাঠি হাতে টুক টুক করে লাটাবুরুর জঙ্গল পেরিয়ে চলে যায়।

আমাদের এই ড্রিলিং ক্যাম্প তিন মাসের পুরোনো। তিন মাস আগে তাঁবু ফেলে আমরা ক্যাম্প করেছি। কিছুদিনের মধ্যেই ড্রিলিং রিগ এসে মাটিতে গর্ত করতে শুরু করবে। আমর কাজ প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলো করা। আরও লোক আসবে, তাদের জন্য হাটমেন্ট কটেজ তৈরি করা, প্রাথমিক সার্ভে করা, এই সব কাজ। বুধনো এসেছিল কাজ খুঁজতে। কিন্তু অত বুড়ো লোককে কে কাজ দেবে? কাজ তার হয়নি। কিন্তু লোকটা রোজ আসে। আমার সামনে বসে গল্প করে। তারপর দশটা বাজলে চলে যায়।

বুধন রোজই আসে একটা লাঠি নিয়ে। ওর শরীর এখনও সমর্থ। লাঠি ধরে চলতে হয়না। কিন্তু লাঠি ওর সব সময়ের সঙ্গী। বুধন বলে এটা জীয়ন লতার লাঠি। আগে নাকি এই জঙ্গলে জীয়ন লতা পাওয়া যেত। ভারি অদ্ভুত এই লতা। এই লতা কোনও গাছকে পছন্দ না হলে সেই গাছ ছেড়ে অন্য গাছে আশ্রয় নিয়ে নেয়। জঙ্গল পছন্দ না হলে অন্য জঙ্গলে চলে যায়। এক জায়গা থেকে শেকড় তুলে অন্য জায়গায় শেকড় পাতে।

আমি অবশ্য এসব কথা বিশ্বাস করিনা। তবু হাত দিয়ে দেখেছি লাঠিটা। অস ব শক্ত আর ঋজু। লোহার ডান্ডার মত, অথচ হালকা।

বুধন বলে,' এই লাঠি সঙ্গে থাকলে বুনো জানোয়ার কাছে আসেনা। ডাইন কোনও ক্ষতি করতে পারেনা।'

আমি বলি,' বুধন, তোমরা এত ভুত প্রেত, ডাইন এসব বিশ্বাস কর কেন? আজকাল দুনিয়া কত এগিয়ে গিয়েছে, কত কি হচ্ছে, তবু তোমরা ডাইনে বিশ্বাস ছাড়তে পারছনা ?

বুধন বলে, তোমরা কতটুকু জান? এই পাহাড়, জঙ্গল তোমরা কতটুকু দেখেছ? এই জঙ্গল, জানোয়ার, নদী, পাহাড় সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানুষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কে করেছে বল? যে করেছে সে ডাইন লয়? দূর থেকে বাণ মেরে সব লষ্ট করে দিচ্ছে। তবু বলবে ডাইন নেই?'

বুধনের যুক্তি খন্ডন করা যায়না। সত্যিইতো কোন এক অশুভ শক্তি এই অপরূপ অরণ্য আর মানুষকে এভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে তা আমরা ধরতে পরিনা।

কয়েকদিন হল কিছু অজানা লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে জঙ্গলের রাস্তায় টাটা সুমো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। বুধন দুদিন আগে একটা বুলেটের খোল নিয়ে এসেছিল আমাদের কাছে। ছোট পিস্তলের গুলির খোল। ওর চলার পথে বকম গাছের নীচে কুড়িয়ে পেয়েছে।

আমি অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাইনা। আমার ম্যাপিং এর কাজ শেষ হলেই আমি চলে যাব। জঙ্গলে এখন অনেক রকম লোভের হাতছানি। তাই বাইরের লোক আসছেই। বুনো জন্তুরা কবেই মরে শেষ হয়ে গিয়েছে। বুনো মানুষ গুলোও শহুরে হয়ে গিয়েছে। এর মাঝখানে বুধনবুড়ো আর লাটাবুরু অতীতকে বহন করে চলেছে।

ড্রিলিং এর যন্ত্রপাতি আনার জন্য আমরা এই জঙ্গলের ভেতরে একটা রাস্তা করে নিয়েছি। এই রাস্তায় কেবলমাত্র আমাদের গাড়িই চলে। কিন্তু আজ সকালে ফিল্ডে বের হওয়ার সময় দেখা গেল একটা টাটা সুমো ঢুকছে। একটু পরে সেটা আমাদের ক্যাম্পের সীমানায় এসে ঢুকলো।

গাড়ি থেকে যে দুজন নামলো তাদের দেখেই আমার দশ সংখ্যাটা মনে পড়ে গেল। একজন রোগা লম্বা আর একজন একেবারে গোল। রোগার মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মুখে সিগারেট। মোটা লোকটি একটা জ্যাকেট পড়ে আছে, লল রঙের। মোটার হাতে একটা ব্রিফকেস। দুজনের মুখেই অমায়িক হাসি। মোটাই প্রথম এগিয়ে এল, আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল,‘ আমি কি জিওলজিস্ট সাহেবের সাথে কথা বলছি?’

আমি সৌজন্য দেখিয়ে করমর্দন করে হাসলাম,‘ হ্যাঁ বলছেন, আমি এখানকার ক্যাম্প ইনচার্জ।’

বা: খুব ভালো হল। চলুন একটু তাঁবুর ভেতরে যাওয়া যাক। আমরা কাজের মানুষ, আপনিও কাজের লোক। সরাসরি কাজের কথাই হবে।’

আমি বললাম,‘ আসুন, কিন্তু আপনাদের পরিচয়?’

রোগা লোকটি বলল,‘ নিজের মুখে আমরা আমাদের পরিচয় দেবনা, লোকাল এম এল এ সাহেবের চিঠিতেই আমাদের পরিচয় পাবেন।’ বলে লোকটি একটি খাম এগিয়ে দিল।

চিঠিটা দিয়েছে স্থানীয় এম এল এ দিবাকর মহাতো। হিন্দীতে, তার নিজস্ব সরকারি লেটারহেডে। বক্তব্য হল এরা দুজন বড় ব্যবসাদার, এই এলাকায় জমি লিজ নিয়ে এরা খনি বানাবে। আমি যেন এদের সাহায্য করি।

আমি বললাম,‘ আমি তো সরকারি চাকরি করি, তাও কেন্দ্রীয় সরকারের। আমার পক্ষে আপনাদের সাহায্য করা মানে সরকারি তথ্য ফাঁস করে দেওয়া। এটা আমার পক্ষে স ব নয়।’

মোটা লোকটি হেঁ হেঁ করে হাসল, ‘ আপনার অন্য কোনও সাহায্য আমাদের দরকার নেই। বিশাল কোনো তথ্যও আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইনা। আমরা জানতে চাই ড্রিলিং করার জন্য যে জায়গাগুলো বেছে নিয়েছেন শুধু সেটুকু আগাম জানিয়ে দিন।’

আমি বললাম ,‘কেন? আগাম জানানোর তো কোনও কারণ নেই। ড্রিলিং হলে সবাই জানবে কোথায় কোথায় ড্রিলিং হচ্ছে। আপনারাও জানতে পারবেন।’

মোটা লোকটি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে রোগা লোকটা বলল, ‘শুনুন, নিয়ম কানুন এসব সরকারি লোকেদের জন্য। আমাদের জন্য নয়। আমরা সরাসরি আপনার কাছ থেকে ডিটেল জিওলজিকাল ম্যাপটা চাইছি যর মধ্যে কোথায় কোথায় স্ট্র্যাটেজিক মিনারেলের স্তর আছে তা দেখানো আছে। সেই ম্যাপটা একবার আমাদের দেখিয়ে দিন, ব্যাস আপনার কাজ শেষ।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু এ কাজ আমি করব কেন? এটা আমার অফিশিয়াল এথিকস এর বাইরে। এ কাজ আমি করতে পারিনা। তা ছাড়া এটা সিক্রেট।’

‘বেশতো, যদি সিক্রেটই হয় তবে আমরা কী করে জানলাম যে আপনি ওই স্ট্র্যাটেজিক মিনারেলের স্তর খুঁজে পেয়েছেন। শুনুন, আমরা এই ম্যাপ আপনার কাছ থেকে কিনব। কত দাম চাই সেটা বরং বলুন। সিক্রেট দেখাবেননা।’

আমি আমতা আমতা করে বললাম,‘আমি এ কাজ পারবনা। আপনারা দয়া করে এখান থেকে চলে যান।’

মোটা লোকটা হেসে বলল,‘ আরে মশাই দামটা বলুননা! আমরা সব পারি। টাকা দিতে পারি আবার জানও নিতে পরি। এই জঙ্গলে যদি একজন সরকরি অফিসার হারিয়ে যায়, কী হবে বলুন তো! আমরা তাও পারি।’

আমি বললাম, ‘আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?’

রোগা লোকটা বলল,‘ দেখুন ভয় পাবেননা। আমাদের দেখে কেউ ভয় পেলে আমাদের খুব খারাপ লাগে। আসলে সবাই আমাদের ভয় পায়। মানুষ, জানোয়ার, এমনকি ওই পাহাড়টাও আমাদের দেখলে ভয় পায়। জানেনতো, ওকেও একদিন কেটে উড়িয়ে দিতে পারি আমরা। সত্যিই পারি।’

মোটা বলল,‘ আপনাকে ভাবার জন্য দুদিন সময় দেব। এর মধ্যে আপনি ডিসিশন নিয়ে নিন।’

ধুলো উড়িয়ে টাটা সুমো চলে গেল।

স ্যায় বুধন এসে তাঁবুর দরজায় উঁকি দিল। রোজ এ সময় আমি তাঁবুর বাইরে বসে থাকি। আজ ভেতরে আমাকে চিন্তিত মুখে বসে থাকতে দেখে বুধন বলল, ‘ গাড়িওলা বাবুরা কী বলে গেল?’

আমি বললাম,‘ ওরা লোক ভালো নয়। আমার কাছে একট সরকারি জিনিস চাইছে, না দিলে আমাকে মেরে ফেলবে।’

বুধন একটুখানি ভাবল, তারপর বলল, তোর কোনও ভয় নাই। এই জীয়ন লতার লাঠি আমি তোর তাম্বুর সামনে গেড়ে দিয়ে যাব। কেউ তুকে কিছু করতে লারবে।'

বুধনের সাথে গল্প আর জমলনা। বুধন তার হাতের লাঠিটা আমার তাঁবুর সামনে মাটিতে পুঁতে রেখে দশটা বাজার অনেক আগেই চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'আমি রাস্তায় পাহারা দিব। তোর কোনও ভয় নাই। কাউকে আসতে দিব না।'

পরদিন ফিল্ডে বের হলামনা। দুশ্চিন্তা নিয়ে সারাদিন কাটল। স ্যার সময় বুধনের জন্য তাঁবুর বাইরে বসে রইলাম। বুধন এলোনা। কাল স ্যায় লোকগুলো আসবে বলে গিয়েছে। ওদের কী বলব জানিনা। বুধনের জন্যও চিন্তা হতে লাগল।

পরদিন সকালে তাঁবুর ভেতরে বসে আছি এমন সময় একজন এসে খবর দিল বুধন মরে গেছে। কেউ ওকে মেরে ফেলেছে। আমি সাথে সাথে ছুটলাম। জঙ্গলের এক ধারে একট নালার মধ্যে বুধনের মৃতদেহ পড়ে আছে। ঘাড়ে আর মাথায় বুলেটের চিহ্ন। কিছুটা দূরে এলোমেলো গাড়ির চাকার দাগ। মনে হয় এখান থেকে কেউ গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেছে। কারা ওকে মারল, কেন মারল, কে জানে! বুধন ছিল এ এলাকার সবচেয়ে প্রচীন লোক। নদী, গ্রাম, বন, পাহাড় সব আগলে রাখতে চাইত। ও মরে গেল বলে মোরাং গ্রামের অতীত হারিয়ে গেল। বন, পাহাড় বাঁচিয়ে রাখার কথা কেউ আর বলবে না।

বুধনের মৃতদেহ নিয়ে ওর আত্মীয়রা গ্রামে ফিরে গেল। আমি আমার লোক দিয়ে থানায় খবর পাঠালাম। এর বেশী আর কীই বা করতে পারি!

ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখলাম বুধনের লাঠিটা নেই। কেউ সেটা চুরি করে নিয়ে গেছে। লাঠিটা থাকাতে মনে একটু সাহস ছিল। ওটা না থাকায় ভয় ভয় করতে লাগল। আজ স ্যায় লোক দুটো আবার আসবে। ওদের কী বলব জানিনা। ওরা খারাপ লোক। আমার ক্ষতি করতে পারে। তবুও আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওদের কিছুতেই ওই ম্যাপ দেবনা। কোনও তথ্যই দেবনা। দরকার হলে এই ক্যাম্প থেকে বদলী নিয়ে নেব।

স ্যা পর্যন্ত এই সব ভাবনাতেই কেটে গেল। স ্যার একটু পরে মস্ত চাঁদ উঠল কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার। দূরে লাটাবুরুর মাথাটা অ কারের স্তুপের মত দেখাচ্ছে। স ্যার ঝোড়ো বাতাস একটু আগে শুরু হয়েছে। রাত প্রায় দশটা নাগাদ বহু দূরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। টাটা সুমো গাড়িটাই আসছে। মাঝে মাঝে জঙ্গলের মাথা হেডলাইটের আলোয় ঝলসে উঠছে। রাতের বেলা বহু দূরের শব্দও শোনা যায়। তাই বুঝতে পারছিলাম আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গাড়িটা আমার ক্যাম্পের সীমানায় চলে আসবে।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। বোধ হয় কোনও কিছুতে আটকে গেছে গাড়িটা। শুধু গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। মনে হয় কাদায় আটকে পড়েছে। আরও কিছুক্ষণ পরে সেই আওয়াজও থেমে গেল। আমি অপেক্ষা করে রইলাম যদি আর কোনও আওয়াজ শোনা যায় বা ওই লোক গুলো আমার কাছে চলে আসে। অনেক রাত পর্যন্ত কিছুই ঘটলনা। কেউ এলোও না। চাঁদ মাথার ওপর উঠলে আমি তাঁবুর ভেতরে শুতে চলে গেলাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কৌতুহল হল। যাই দেখে আসি কাল রাত্রে কী ঘটেছে। গাড়িটা কেনই বা এলনা, বা কোথায় আটকে পড়েছে কে জানে। আমি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুটো বাঁক ঘুরতেই দেখলাম, যে নালায় বুধনের মৃতদেহ পড়েছিল তার কাছেই রাস্তার ওপর টাটা সুমো গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িট একবারে খালি। দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই।

আমি দাঁড়িয়ে দঁড়িয়ে ভাবছি, কী হল কে জানে। গাড়িটা কেনই বা দাঁড়িয়ে আছে , আর লোক গুলোই বা কোথায় গেল। এই ভাবেই মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম কে যেন আমাকে ডাকছে। তাকিয়ে দেখি একজন গ্রামের লোক। আমাকে ডাকছে, হাত নেড়ে কী যেন দেখাতে চাইছে।

আমি রাস্তা থেকে নেমে নালা ধরে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়লাম। এই খানে একটা ছোট ডাহি আছে। ল্যাটেরাইটের প্রান্তর। একদম ন্যাড়া। একটু ঘাসও নেই। তার ওপর দুজন লোক পড়ে আছে উপুর হয়ে। একজন আর এক জনের ওপর ক্রস করে রয়েছে। দুজনের দেহেই প্রাণ নেই। দুজনকে একসাথে বিদ্ধ করে মাটির ভেতর একটা লাঠি ঢুকে রয়েছে। সেই জীয়ন লতার লাঠি।

ঠিক মনে হচ্ছে ল্যাটেরাইটের বুকে কেউ যেন রোমান দশ অক্ষরটা লিখে রেখেছে।